134

তারিখ MAR 1 1999
পৃঃ 2 কলাম 6

দৈনিক ইনকিলাব

আলেমরা নেতৃত্ব দেবেন

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের চক্রান্ত রুখতে ৮ মার্চ ঢাকায় জাতীয় সমাবেশ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে আগামী ৮ মার্চ (সোমবার) দেশবরেণ্য উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে সর্বস্তরের জনতাকে নিয়ে ঢাকায় একটি জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। গত শুক্রবার ঢাকার মোহাম্মদপুরের জামেয়া রহমানিয়ায় অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরীর উলামা-মাশায়েখ, মোহতামেম-প্রিন্সিপ্যালদের এক সভায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। জামেয়া রহমানিয়ার প্রিন্সিপ্যাল শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উলামায়ে কেরামগণ বলেন, ইসলামী শিক্ষা না থাকলে ইসলাম থাকবে না।

আর ইসলামী শিক্ষার মাধ্যম হলো মাদ্রাসা শিক্ষা। এ মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন থেকে ষড়যন্ত্র চলছে। অনৈসলামিক বিদেশী শক্তির পাশাপাশি আমাদের দেশীয় নাস্তিক-মুরতাদ গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ও উলামা-মাশায়েখের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাসহ অমূলক অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে। কতিপয় ধর্মবিরোধী এনজিও এদেরকে প্ররোচনাও যোগাচ্ছে। তারা এ ব্যাপারে সরকারের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। আলেমগণ বলেন, সম্প্রতি কল্পিত অবৈধ অস্ত্র সংগ্রহ ও তার প্রশিক্ষণের ধুয়া তুলে কয়েকটি মাদ্রাসায় পুলিশী হানা-তল্লাশির মাধ্যমে সারাদেশের মাদ্রাসাগুলোর প্রতি ভীতি সৃষ্টি করেছে এবং কিছুসংখ্যক উলামা ও মাদ্রাসা ছাত্রদেরকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। আরো অসংখ্য মাদ্রাসায় পুলিশী আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমাদেরকে নীরবে বসে থাকলে চলবে না। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সভার এক প্রস্তাবে আফ্রিকার নাগরিক বিশিষ্ট বুযুর্গ আলেমে হক্কানী আহমদ সাদিক, যিনি বাংলাদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণে পাঁচ শতাধিক মক্তব কায়েম করেছেন ও ইসলামী শিক্ষাদানে নিবেদিতপ্রাণ, তার সাথীদের এবং গ্রেফতারকৃত সকল উলামা ও ছাত্রদেরকে অবিলম্বে মুক্তিদানের দাবী জানানো হয়।

আগামী ৮ মার্চ অনুষ্ঠেয় জাতীয় সমাবেশের নেতৃত্ব দেবেন ঃ মাওলানা আজিজুল হক সাহেব, শায়খুল হাদিস, জামেয়া রহমানিয়া, ঢাকা; মাওলানা আহমাদ শফী, প্রিন্সিপাল, হাটহাজারী মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম; মাওলানা নুরুদ্দীন আহমাদ গহরপুরী, সভাপতি, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ; মাওলানা শায়খ আঃ করিম, শায়েখে কৌড়িয়া, সভাপতি আজাদ দীনি এদারা সিলেট; মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী, সভাপতি, ইত্তিহাদুল মাদারিস, চট্টগ্রাম; মাওলানা আব্দুল মান্নান, সভাপতি গাওহারডাঙ্গা কেন্দ্রিক এদারা; মাওলানা আবদুল গফফার, রানাপিং কেন্দ্রিক এদারা; মাওলানা আঃ লতীফ, সেক্রেটারী, জমিয়াতুল মোদারেছীন; মাওলানা ফজলুল করিম, পীর চরমোনাই; মাওলানা উবায়দুল হক, খতীব, বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ; মাওলানা মহিব্বুল্লাহ, পীর, শর্ষীনা; মাওলানা মহিউদ্দীন খান, সম্পাদক, মাসিক মদীনা; মাওলানা ফজলুল হক আমিনী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা; মাওলানা আহমাদুল্লাহ আশরাফ, প্রিন্সিপাল জামেয়া নূরিয়া, মাওলানা নেছারুদ্দীন প্রিন্সিপাল, মাহমুদিয়া মাদ্রাসা, বরিশাল; মাওলানা মাহমুদুর রহমান, প্রিন্সিপাল, দারুল উলুম খুলনা; মাওলা মুফতী আবদুর রহমান, রঈস, ইসলামি রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা; মাওলানা খাজা সাঈ পীর সাহেব, নোয়াপাড়া, যশোর; মাওলানা মুফতী নূরুল্লাহ; জামেয়া ইউনুসিয়া, বি-বাড়িয়া; মাওলানা মুফতী ওয়াক্কাছ; যশোর; মাওলানা আশরাফ আলী, শায়খুল হাদীস, কাসেমুল উলুম, কুমিল্লা; মাওলানা ইদ্রিস, পীর, মাদানী নগর, ঢাকা; মাওলানা হাবিবুর রহমান, প্রিন্সিপাল, কাজীর বাজার মাদ্রাসা, সিলেট; মাওলানা আবু বকর, পীর, বাহাদুরপুর, মাদরীপুর প্রমুখ।

বরগুনা আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্র

কামিল ও ফাজিল পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ॥ ভুয়া পরীক্ষার্থী গ্রেফতার

বরগুনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বরগুনা আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে কামিল ও ফাজিল পরীক্ষায় ব্যাপক নকল ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। কেন্দ্র সচিবের প্রত্যয়নগত নিয়ে ভুয়া পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়ার পর ধরা পড়লে ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হয়।

গত ২৬শে মে সকালে বরগুনা আলিয়া নেছারিয়া মাদ্রাসায় কামিল ও ফাজিল পরীক্ষা কেন্দ্রে মজিবর রহমান নামে এক মাদ্রাসা শিক্ষক অন্য একজন পরীক্ষার্থীর পক্ষে পরীক্ষা দিতে এসে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ধরা পড়ে। তাকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। সে একই কেন্দ্রের কামিল শ্রেণীর বহিরাগত পরীক্ষার্থী শহীদুল ইসলাম, রোল নং ৫০৪৯০৭-এর পরিবর্তে পরীক্ষা দিচ্ছিল।

প্রকাশ, শহীদুল ইসলাম ও মজিবর বাকেরগঞ্জ থানার বাসিন্দা এবং কলসকাঠি ইউনিয়নের নারাংগল গ্রামের নেছার মহল দারুছ সুন্নাত দাখিল মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। মজিবর গত বছর পাঙ্গাশিয়া নেছারিয়া আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ২য় শ্রেণীতে কামিল পাস করে। ধৃত মজিবর জানায়, সে প্রথম থেকেই শহীদের পক্ষে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে আসছিল। এ ব্যাপারে পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব তাদের সহযোগিতা করেন। কেন্দ্র সচিবের সাথে যোগাযোগ করা হলে তার এই ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন।

একই পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় নকল করে হাতেনাতে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ধরা পড়লেও কেন্দ্রের কর্মকর্তারা তাকে বহিষ্কার না করে পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিলে বরগুনা আলিয়া মাদ্রাসার অফিস সহকারী মোশাররফ হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু মোশাররফ হোসেন একাই এ কাজ করেছে বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন না। আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে বর্তমানে ব্যাপক নকল চলছে। অভিযোগ আছে, পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির জন্য মাদ্রাসা কর্মকর্তারাই দায়ী।